বাণী বন্দনা

…যুক্ত/শ্রীযুক্তা ·· ···· ····· ·· ··········

ঠিকানা ·· ····· ·· ···· · ······

মহাশয়/মহাশয়ার নিকট হইতে ধন্যবাদের সহিত··· ··টাকা ········দশ পয়সা গৃহীত হইল।

…পাদক ·····　　　　আদায়কারী······

…কুমার পাঠক।　　　　পুস্তক বিক্রেতা·········

বাণী বন্দনা

জয় জয় দেবী চরাচর সারে
সংসার অচলম শুধু ব্যয় ভারে
ছেলেমেয়ে ক্রন্দন দানা নাহি হস্তে
টাকা যদি দিতে পার তাহলে নমস্তে
চাউল মিলিতম কোনো কোনো অঞ্চলে
যদি ধরা পরিতম্ শ্রীঘরে যেতাম চলে,
ছাত্ররা গাদা গাদা বই বহে পৃষ্ঠে
বাঁচাও মা বিনাপাণি, তোমাকে নমস্তে
মাথা খুড়ে খুড়ে মরি খাদ্য অভাবে
ভয় হয় হাটে হাড়ী ভেঙ্গে বুঝি যাবে
দুঃসহ ক্লেশ ভোগে এ জীবন কাটে
অভাবে অনটনে উঠে গেছি লাটে
টাকা টাকা টাকা করে মরি দিন রাত
তোমারে মা বিনাপানী করি প্রণিপাত।
পঞ্চশালাতে মাগো থাকিবে না দুঃখ
শিক্ষিত হয়ে যাবে যত আছে মূর্খ
তাই বলি ও জননী ভোট দাও ভোট দাও
জননী সরস্বতী আমার প্রণাম নাও।
প্লেন ওড়ে আকাশে প্ল্যান ওড়ে মগজে
প্রগতির জয়ঢাক বাজে রোজ কাগজে
বজ্ঞের বিগ্ বিগ্ বিজ্ঞাপনেতে
বাজে বই বাজারেতে কাটে শুধু নামেতে।

ছেলে মেয়ে খেতে দাও বলে দিন রাত
রেশনেতে চাল নেই ঘরে নেই ভাত
টাকা নেই পকেটেতে তবু চাই বাঁচতে
টাকা দাও, দাও টাকা জননী নমস্তে।
চাকুরী দাও মা দাও হে বিদ্যাদায়িনী
শিক্ষিত বেকারের যাতনা হারিনী
ছেলে পিলে নিয়েমাগো আরত পারিনি
ভেজাল ও চাল ইনি ব্ল্যাক ও করিনি
সব কিছু জিনিষের বেড়ে গেছে দাম
লহ মাগো লহ তুমি আমার প্রণাম।
হরতালে ঘেরাওতে আর বয়কটেতে
মিছিলে মিটিংয়ে থাকি বাঁচবার দাবীতে
সংগ্রাম করে মোরা চাই খেয়ে বাঁচতে
চাল দাও দাও চাল—জননী নমস্তে॥

প্রয়োজন হয় টাকা

যদিও পূজা আজ করিব মায়ের মন্তরে ;
হাসি আনন্দ গিয়াছে আজিকে থামিয়া,
যদিও আমি কাজ করি কলে যন্তরে
ঝাণ্ডাটী নিয়ে পথেতে পড়েছি নামিয়া।
মহা আশঙ্কায় দিন কেটে যায় আজিরে
মহা সমস্যা আজিকে বাঁচিয়া থাকা,
তবুও বন্ধু, ওরে ও বন্ধু মোর
বাঁচতে হলে যে প্রয়োজন হয় টাকা।

আমি দরিদ্র কিছু নাই মোর সঞ্চিত
দ্রব্য-মূল্য দ্বিগুণে আগুন জ্বলিছে.
চাঁপা প্রতিবাদ চারিদিকে সদা গুঞ্জিত
মিছিলের পরে কেবলই মিছিল চলিছে,
কবে "ব্রেক-ডাউন" হব যে হঠাৎ জানি না
আধ পেটা খেয়ে যায় কি বাঁচিয়া থাকা ?
তবুও বন্ধু, ওরে বন্ধু মোর
বাঁচতে হলে যে প্রয়োজন হয় টাকা।
যারা টপ্ গীয়ারেতে চলেছে মোটর হাঁকিয়ে
যাদের চাকায় আমরা পড়ছি চাপা
যারা ভাল ভাল খেয়ে যাচ্ছে ক্রমেই মুটীয়ে
আমাদের পেট, আধ-পেটা চালে মাপা।
লেখা পড়া সেত কবেই দিয়েছি উঠিয়ে
অর্থ অভাবে মূর্খ হয়েই থাকা,
তবুও বন্ধু, ওরে ও বন্ধু মোর
বাঁচতে হলে যে প্রয়োজন হয় টাকা।
ওরে! গৃহ নাই সেত ভাড়া বাড়ি একচালা
ওরে! ভয় নাই জানি মৃত্যু একদা হবে
ওরে! ভাবা নাই সেত বিদেশী ছাঁচেতে ঢালা
ওরে! আশা নাই, আজি হতাশায় মরি সবে
আছে শুধু প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার জন্য
অনেক কষ্টে তাহারে বাচিয়ে রাখা
তবু ও বন্ধু, ওরে ও বন্ধু মোর
বাঁচতে হলে যে প্রয়োজন হয় টাকা।

গণেশ দাদা

স্বর্গ লোকের বিদ্যাপুরীতে প্রসাধন রতা সরস্বতী
এমন সময় কার্ত্তিকেয় সেথা আসিলেন ত্বরিৎগতি
বলে, দিদি দ্যাখ, ভাল চাসত যাসনি এবার মর্ত্তলোকে
ছাত্ররা সব বিক্ষোভ করে, কার সাধ্য কলেজে ঢোকে ?
'শিক্ষক কুলও ওখানে এখন বাঁচার জন্য করছে দাবী
বড় গোলমালে চলছে দেশটা ; খুব সাবধানে সেথায় যাবি।
বাণী আরাধনা হয় না এখন আর জ্ঞান লাভ কেউ
চায়না মোটে
তাড়াতাড়ি ক'টা ডিগ্রী নিয়েই সব চাকুরীর বাজারে ছোটে।
তাইত উহারা দু টাকা বইয়ের দশটাকার নোট
নেড ইজি পড়ে,
কোনও রকমে ডিগ্রীটা নেওয়া পাসেণ্টেজ রক্ষা করে।
যত বিদ্বান জ্ঞানী গুনী জন সব লক্ষ্মীর আললে বাঁধা
লক্ষ্মীকে আবার আটকে রেখেছে পুঁজিপতী ওই গণেশ দাদা।
গনেশ বলে ছুটে এসে, বলবি না আর অমন কথা
আসলে লেখাপড়া হচ্ছে না আর হচ্ছে কেবল মুণ্ড নাথা।
তোর জ্ঞান খুব বেড়ে গেছে সাম্যবাদী কেতাব পড়ে
তাই যত দোষ, নন্দ ঘোষ চাপিয়ে দিস আমার ঘাড়ে।
কত টাকা দান করেছি দেশের কাজে দেখতে চাস ?
কেবল বলিস, পুঁজিপতীরা করছে দেশের সর্বনাশ।
প্রতিরক্ষায় লক্ষ টাকার চেক দিয়েছি রাজ্য পালে
বিশ্বাস না হয়, চোখ খুলে দ্যাখ প্রতি দৈনিক পেপার খুলে।

তারপর দেশে খরা অজন্মা দুর্ভিক্ষ আর প্লাবন হলে
কত শত টাকা তোড়া বেধে দিই মন্ত্রী মশাইর দু হাতে তুলে
এর পরও যদি বলিস আমায়, আমি শোষণ করছি
দেশের লোকে।

তারজন্য রয়েছে আইন, সেই আইনেই ঢোকাব তোকে।
এমন সময় ঝগড়া শুনে লক্ষী এলেন সেথায় ছুটে,
বলেন, গনেশ ধন সম্পদ ঐশ্বর্য্য সব নিচ্ছে লুঠে।
ডেইলী যত নিউজ পেপার ওর টাকাতেই ছাপছে ওরা
ভূত ভগবান ভবিষ্যতের জয়-জয়কার বিশ্ব জোড়া।
ক্ষিতি অব তেজ মরুৎ ব্যোমে তৈরী যারা তারাই ভূতো
যারা কল কারখানা অফিস বাড়ি ট্রামে বাসে খাচ্ছে গুতো।
আর ওই ভগবান উপরে আছে তার উপরে নজর রাখো
মোদের টাকায় দিওনা নজর কর জোরে তাকেই ডাকো
কুষ্টি বিচার গ্রহ বিচার বিচার কর হস্ত রেখা,
দুটো বেলা জুটছে না ভাত? ওযে তোমার ভাগ্যে লেখা
ধর্ম কর্ম জোরসে কর ভবিষ্যতে ভালই হবে,
বাড়ি গাড়ী নাও যদি পাও অল্প দিনেই মোক্ষ পাবে।
দরিদ্রতায় মরছ পুরে—ফেলছ মিছেই চোখের জল
এত তোমার আজকের নয় গত জন্মের কর্ম ফল।
এই সব যত আজে ব জে লেখা ওদের কাগজে মানুষ পর
আর একদল লোক ওসব বোঝে না বাঁচার জন্য লড়াই কর
তারা বন্ধ করে সব প্রয়োজন হলে কল কারখানায়
বাজার দর

মানুষের মত বাঁচিয়া থাকার প্রতিবাদ জানায় ধর্ম ঘট।
গনেশ বলে অমন কথা বলবি যদি এ্যারেষ্ট হবি
বুঝে শুনে না চললে কয়েদ খানায় বন্ধ রবি।

স্বর্গের কাণ্ড

স্বর্গের বিদ্যাপুরীতে হৈ হৈ কাণ্ড চারিদিকে খবর রটে গেছে যে দেবী সরস্বতী এবার মর্ত্তে যাবেন না। খবর শুনে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, বিদ্যাসাগর, রবিঠাকুর, মাইকেল, দেশবন্ধু, আশুতোষ, গান্ধীজী জহরলাল রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং আরও অনেক দেশ বরেণ্য নেতারা সরস্বতীর কাছে এক ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন। সরস্বতী সবাইকে বললেন, আপনারা এসেছেন যখন তখন শুনেই যান কেন আমি মর্ত্তে যাওয়া স্থগীত রেখেছি? বর্ত্তমানে এখন শিক্ষা দীক্ষা কিছুই হচ্ছে না, পেটভরে খাওয়া জুটছে না অনেকের। চারদিকে খালি মিছিল মিটিং আর ধর্মঘট চলছে। শিক্ষকরাও আন্দোলন করছে খিদের জ্বালায় মানুষ যা পাচ্ছে তাই খেয়ে ফেলছে। এই কথা শুনে দেবীর বাহন হাঁসটা ভয়ে প্যাঁক প্যাঁক করে উঠল। সরস্বতী বললেন, ভয় নেই রে—তোকে খাবে না ওরা। এরপর সকলকে বললেন এখন আবার ভোটের সময়, ওখানে গেলে একদল বলবে খেতে দাও-খেতে দাও। আর একদল বলবে, ভোট দাও, ভোট দাও, এর চেয়ে না যাওয়াই ভাল। এমন সময় জহরলাল বলে উঠলেন মাঈজী হুয়া যাকে সে জোড়া বয়েল মে ভোট দে দেনা কৃপা করকে।" গান্ধিজী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'চুপ রহো বেটা, শুনতা নেহী মাঈজী হুয়া জানা নেহী চাহতা হায়। ক্যায়সা রাজ চালায়া—আদমীকো পেট ভর খানা নেহী মিলতা?"

ওই কথা শুনে মাইকেল বলে উঠলেন,
এতক্ষণে বুঝিলাম কেন মা সরস্বতী
যাবে নাকো মর্ত্তপুরে—কিন্তু হায়, মাত
উচিৎ কি তব এ কাজ? শিক্ষক বিপন্ন যদি ··

ছাত্র বিতারিত, মূল্যভারে—অর্দ্ধাহারে
আছে নরকুল, এ সময় নিজ গৃহ পথ
মাতঃ কেমনে ভুলিলে ? কিন্তু নাহি মানি মোরা
রাগ মান, যাও মর্ত্তধামে—নরের ভবনে
শিক্ষার সঙ্কট যত দূর করিবে।

সরস্বতী বললেন কিন্তু কি করি বলুন ? ওখানে এখন যা হয় চলেছে তাতে আমার যেতে সাহস হয় না, এইত সেদিন ভুলে ... একটি ছাত্র গুলী খেয়ে মারা গেল, এ রকম কতই না ঘটছে = ... এখন ওখানে থাকলে ওই "মেঘনাদ বধ" না লিখে আপনাকে "..." কাব্য লিখতে হ'ত। তাই বলছিলাম পূজা হোক আর নাই ... বর্ত্তমানে লাইফরিস্ক্ নিয়ে আমি মর্ত্তে যেতে রাজি নই।

এই কথা শুনে রবিঠাকুর বললেন,

হে সরস্বতী ওদের ক'রো না অপমান
অন্নহীন বস্ত্রহীন ওরা, তুমি নও ওদের সমান,
অজ্ঞানের অন্ধকারে রেখে তুমি দেবে যারে
ঘরে ঘরে বেড়ে যাবে অনেক মস্তান
তাতে কি বাড়বে মাতা তোমার সম্মান ?
তোমাকেও করবে ওরা ওদের সবার সমান।

রবি ঠাকুরকে সাপোর্ট করে বিদ্যাপতি বললেন "... কাব্যের যুগ এটা নয়, এটা পেট কাব্যের যুগ। তাই আমার ...

"খাদ্য বিনা কত মরি মরি যাওত নহে আর সকলে ...
চাল ডাল তেল গম চাওত মোক্ষ আদি অবসানা।
অভিমান ছাড়ত যাওত বঙ্গে দিয়ত সবে দরশন
তন্ত্র মন্ত্র নাহি সমাজ তন্ত্র মাগিছে সবই জনগণ।

শুনে সবাই আনন্দে বলে উঠলেন, সরস্বতী। জিন্দাবাদ. ...
গ্রাম শহরে জাগলো সাড়া।

শ্রী...জিত পাঠক কর্ত্তৃক ১নং গড়ফা মেইন রোড কলিঃ-৩১ হইতে প্র... ও বর্ধন প্রেস, ৮।৪৩, কাশী ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।